মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত
প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ-৫

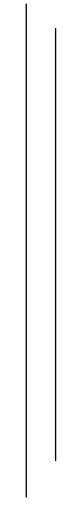

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1349-6

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০০
অষ্টম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার শর্তের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা	২৮
৬	মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার শর্তের শ্রেণিবিভাগ	২৮
৭	মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার অনির্দিষ্ট শর্ত	২৯
৮	মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ	৩১
৯	মু'মিনের আমল কবুলের ১ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে থাকা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৩২
১০	মু'মিনের আমল কবুলের ২ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আমলের আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৩৭
১১	মু'মিনের আমল কবুলের ৩ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৪১
১২	মু'মিনের আমল কবুলের ৪ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আল্লাহর জানানো এবং রসূল স.-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৪৬
১৩	মু'মিনের আমল কবুলের ৫ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেওয়া) সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৫০
১৪	মু'মিনের আমল কবুলের ৬ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত হওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৫৫

১৫	মু'মিনের আমল কবুলের ৭ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া) সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৬১
১৬	মু'মিনের আমল কবুলের ৮ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ	৬৭
১৭	আমলের ধরনের ভিত্তিতে কবুল হওয়ার শর্ত সংখ্যার পার্থক্য	৭১
১৮	কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমলের ব্যাপারে, আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ যেভাবে প্রয়োগ হবে	৭২
১৯	শেষ কথা	৭৬

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

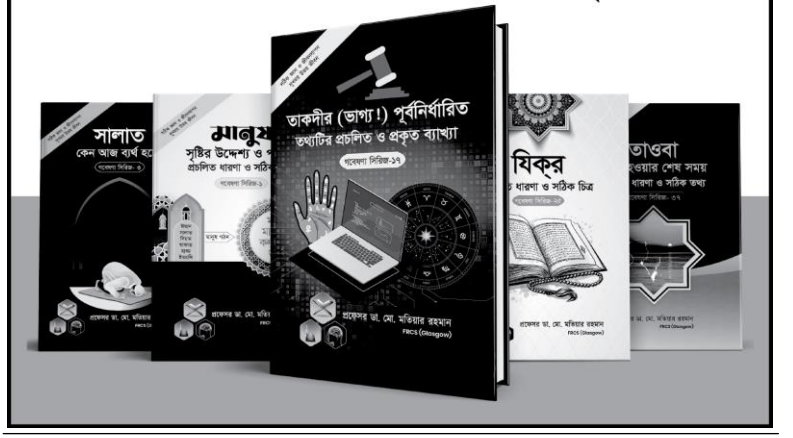

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ মানুষের জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য– কে তাদের মধ্যে আমলে উত্তম। তাই ঈমান আনার পর পরই যে বিষয়টি ব্যক্তির ওপর বর্তায় তা হলো– আমল। মু'মিনের আমল (কাজ) কবুল হওয়ার কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। Common sense-এর ভিত্তিতেও তা সহজে বোঝা যায়। শর্তসমূহ হলো– ১. আমলটি পালন করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা, ২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা, ৩. মহান আল্লাহর প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় (মাধ্যম) মনে করে পালন করা। ৪. আল্লাহর জানানো ও রাসূল স.-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে আমলের অনুষ্ঠানটি করা। ৫. আনুষ্ঠানিক আমলের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা মনে-প্রাণে গ্রহণ করা। ৬. আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে গ্রহণ করা শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। ৭. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া। ৮. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলে থাকা বিভিন্ন বিষয়, আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করা। উল্লিখিত ৮টি শর্তের শ্রেণিবিন্যাস হলো– সাধারণ শর্ত ৪টি, আনুষ্ঠানিক আমলের জন্য ৪+২=৬টি এবং ব্যাপক কর্মকাণ্ড– যেখানে আনুষ্ঠানিক কাজও আছে, সেখানে ৪+২+২=৮টি।

ঐ শর্তগুলোর শুধু একটির প্রচলন বর্তমান মুসলিম সমাজে মোটামুটি আছে। সেটি হলো আমলের অনুষ্ঠানটি পালন করা। তাই বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমের সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ অন্যান্য আমল কবুল হচ্ছে কি না এটি এক বিরাট প্রশ্ন। মুসলিদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার একটি মূল কারণ হলো– আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ না জানা। পুস্তিকাটিতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমল কবুল হওয়ার শর্তগুলো দলিলভিত্তিক স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বদরবারে মুসলিমদের হারানো স্থান ফিরে পেতে বইটি ব্যাপক সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বোঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

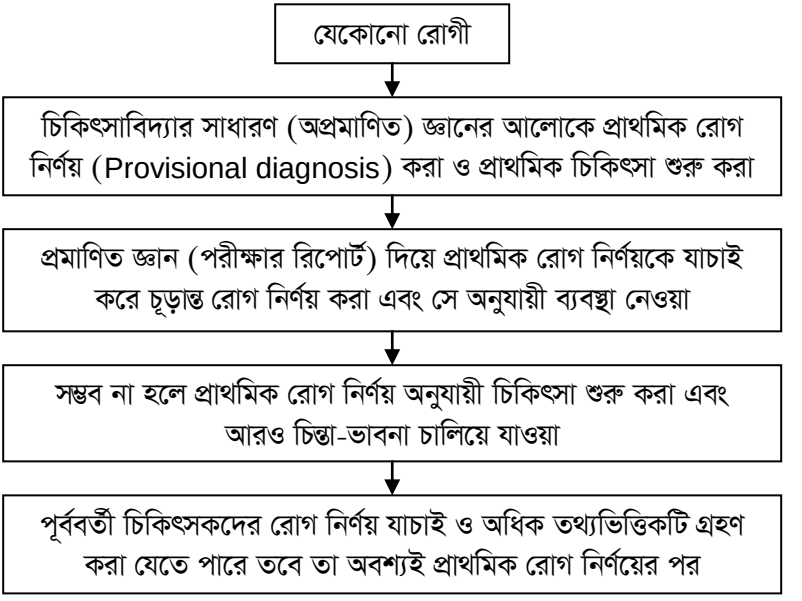

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

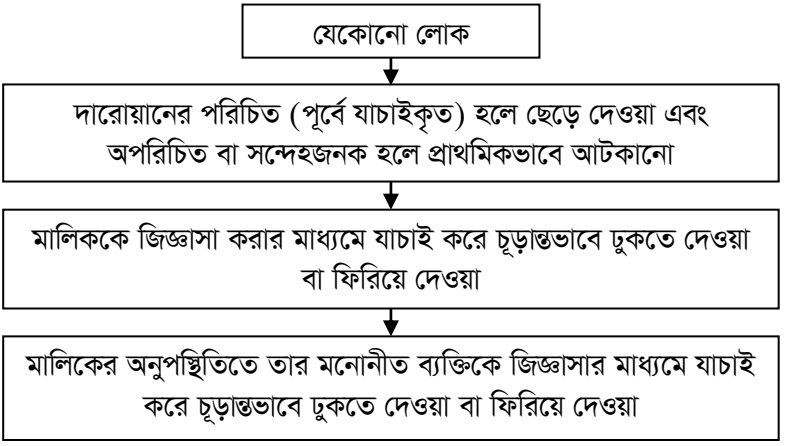

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

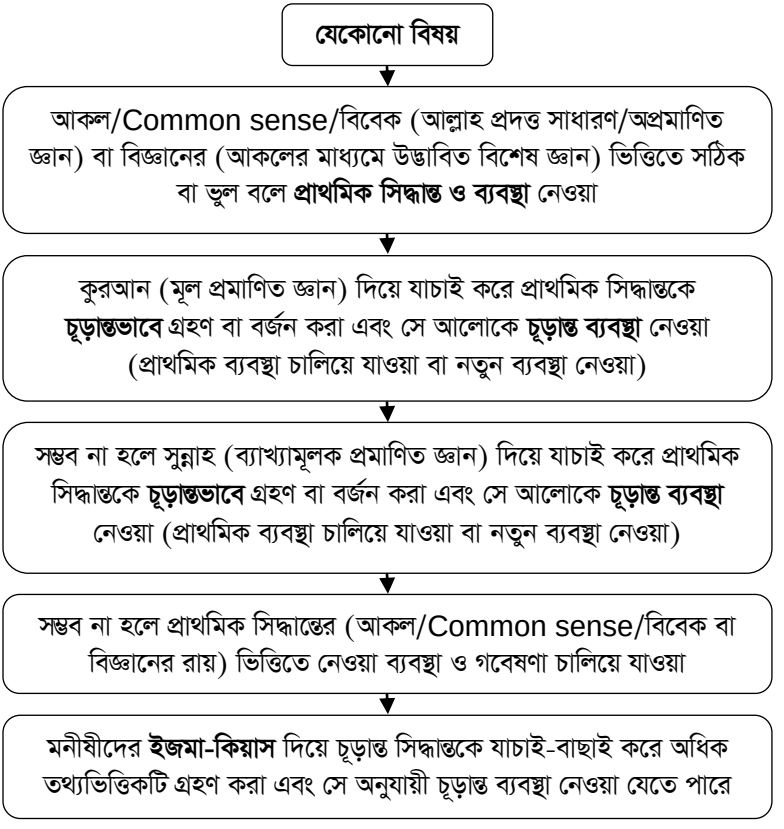

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

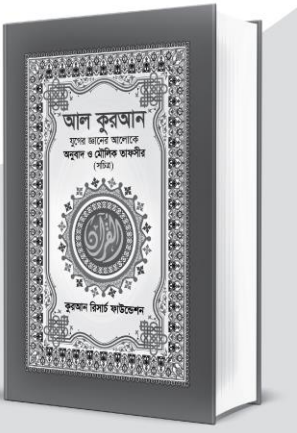

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

একজন ব্যক্তির ওপর ঈমান গ্রহণের পরই যে বিষয়টি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় তাহলো সৎকাজ করা। যা কুরআন-হাদীস দিয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাই বিশ্বের সকল প্রকৃত মুসলিম মনে প্রাণে চান যে– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ যে আমলগুলো (কাজ) তারা করছেন, তা মহান আল্লাহর কাছে কবুল হোক। কারণ, আমল কবুল না হলে দুনিয়াতে ও পরকালে শান্তিতে থাকা যাবে না। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ সকল আমল কবুল হওয়ার কিছু শর্ত আছে। আমল কবুল হওয়ার ঐ শর্তসমূহের বিষয়ে বর্তমান মুসলিমদের ধারণা এবং তাদের জীবন পরিচালনা দেখলে সহজে বোঝা যায়– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense সমর্থিত আমল কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে আমল করা থেকে তারা বহু দূরে রয়েছেন। ফলে বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমের কৃত আমল কবুল হচ্ছে কি না সেটি এক বিরাট প্রশ্ন। আর এর ফলে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলগুলোর যে অপূর্ব কল্যাণ দুনিয়াতে পাওয়ার কথা তা থেকেও বর্তমান মুসলিম জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। তাই কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-ভিত্তিক আমল কবুল হওয়ার শর্তগুলো কী কী, তা গোটা বিশ্বের মুসলিম জাতিকে জানানোই এ প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। আশাকরি শর্তগুলো জানার পর সকল মুসলিম তাদের কৃত আমলগুলো যেন মহান আল্লাহর কাছে কবুল হয়, সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আর এর ফলস্বরূপ সময় দিয়ে ও কষ্ট করে যে সকল আমল তারা করছেন তার কল্যাণ তারা ইহকালে ও পরকালে পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার শর্তের বিষয়ে প্রচলিত ধারণা

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম মনে করেন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ সকল আমলের শুধু অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে পালন করতে পারলেই তা মহান আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে। তাই আমলের অনুষ্ঠান কীভাবে করতে হবে তার ওপর লেখা হয়েছে অনেক ধরনের বই-পুস্তক। আর নানাভাবে ও নানা স্থানে, বিভিন্ন আমলের অনুষ্ঠান কীভাবে করতে হবে তা শেখানো হয়।

প্রকৃতভাবে আমল কবুলের শর্ত যদি একটি হয় অর্থাৎ অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে পালন করাই যদি আমল কবুলের একমাত্র শর্ত হয়, তবে তো মুসলিম উম্মাহর কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যদি আমল কবুল হওয়ার আরও মৌলিক শর্ত থাকে তথা যে শর্ত পালন না করলে আমল কবুল হবে না তাহলে এটি অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর একটি বড়ো ভাবনার বিষয়। আর এ বিষয়টিই বর্তমান বইয়ের আলোচ্য বিষয়।

মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার শর্তের শ্রেণিবিভাগ

আল কুরআন অনুযায়ী মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার শর্ত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. অনির্দিষ্ট (Non-specific) শর্ত।
২. সুনির্দিষ্ট (Specific) শর্ত।

মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার অনির্দিষ্ট (Non-specific) শর্ত

মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার অনির্দিষ্ট শর্তের বিষয়টি আল কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

তথ্য-১

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধুমাত্র (আমার) ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।
(সুরা যারিয়াত/৫১ : ৫৬)

আয়াতটির প্রচলিত ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : আয়াতটিতে থাকা ইবাদাত শব্দের সর্বাধিক প্রচলিত অনুবাদ হলো– উপাসনা ধরনের কাজসমূহ। অর্থাৎ সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিক্‌র-আযকার ইত্যাদি। তাই আয়াতটিব বহুল প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো– জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিক্‌র-আযকার ইত্যাদি আমল (কাজ) করার জন্য।

এ অনুবাদ/ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ–

১. এটি সঠিক হলে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিক্‌র-আযকার ইত্যাদি উপাসনামূলক আমলের বাইরের সকল কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ হবে। যা কখনই হতে পারে না।
২. এ বক্তব্য কুরআনের বহু আয়াতের সরাসরি বিপরীত।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা : ইবাদাত শব্দের অর্থ দাসত্ব। আর عَبَدَ ('আবাদা) শব্দের অর্থ দাসত্ব করা। একটি কাজ যে সত্তার দেওয়া শর্ত পূরণ করে পালন করা হয় কাজটি সে সত্তার দাসত্ব বলে গণ্য হয়। ঐ সত্তা আল্লাহ, শয়তান, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি যে কেউ হতে পারে। তাই জীবন পরিচালনা করা নামক কাজটি যে সত্তার দেওয়া শর্ত পূরণ করে পালন করা হবে সে সত্তার দাসত্ব বলে গণ্য হবে।

আর তাই আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– আল্লাহ কর্তৃক জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো, তারা এমনভাবে জীবন পরিচালনা করবে যে, সেটি শুধু

আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য হবে। অন্যকথায়, মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো– জীবনের প্রতিটি কাজ (আমল) এমনভাবে পালন করা যেন তা আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য/কবুল হয়।

তথ্য-২

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ....

আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মত (ভৌগলিক জনগোষ্ঠী)-এর মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি; (যাদের দাওয়াতের সাধারণ বক্তব্য ছিল) তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো ও আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে (আল্লাহদ্রোহী শক্তির ইবাদাতকে) বর্জন করো। (সুরা নাহল/১৬ : ৩৬)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে প্রথমে বলেছেন– তিনি সকল জনগোষ্ঠীর কাছে রসূল পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ শুধু আরব দেশ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তিনি রসূল পাঠিয়েছেন। এরপর তিনি জানিয়ে দিয়েছেন– সকল কালের ও সকল স্থানের রসূলগণ ব্যতিক্রমহীনভাবে মানুষকে শুধু আল্লাহর দাসত্ব করতে এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করতে বলেছেন।

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– দাসত্ব (ইবাদাত) আল্লাহর যেমন হতে পারে তেমনই তা আল্লাহদ্রোহী শক্তিরও হতে পারে। আর এটি নির্ভর করবে কার দেওয়া শর্ত পূরণ করে দাসত্ব করা হচ্ছে। যদি আল্লাহর দেওয়া শর্ত পূরণ করে দাসত্ব করা হয়, তবে সেটি আল্লাহর দাসত্ব হবে। আর আল্লাহদ্রোহী শক্তির দেওয়া শর্ত পূরণ করে দাসত্ব করলে সেটি আল্লাহদ্রোহী তথা তাগুতী শক্তির দাসত্ব হবে।

সুতরাং, এ আয়াতেরও শিক্ষা হলো– মানুষকে তার জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ (আমল) এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য/কবুল হয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত দুটি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো, জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ (আমল) এমনভাবে পালন করা যেন তা আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য/কবুল হয়।

তাই আমল কবুল হওয়ার অনির্দিষ্ট শর্ত হলো– জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ (আমল) এমনভাবে পালন করা যেন তা আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য/কবুল হয়।

মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের জীবন পরিচালনা তথা জীবনের প্রতিটি কাজ (আমল) এমনভাবে পালন করার জন্য যেন তা আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য/কবুল হয়। জীবনের প্রতিটি কাজ (আমল) আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে কবুল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ কিছু শর্ত জানিয়ে দিয়েছেন। ঐ শর্তগুলোই হলো আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্ত।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্য পর্যালোচনা করে মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার ৮টি সুনির্দিষ্ট শর্ত উদ্ভাবন (Discover) করেছে। শর্তসমূহ হলো–

১. আমলটি পালন করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা।
২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি করার সময় উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বদা খেয়াল রাখা।
৩. মহান আল্লাহর প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় (মাধ্যম) মনে করে পালন করা।
৪. আল্লাহর জানানো ও রসূল স.-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে আমলের অনুষ্ঠানটি করা।
৫. আনুষ্ঠানিক আমলের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা মনে-প্রাণে গ্রহণ করা ।
৬. আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান করে তা থেকে গ্রহণ করা শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।
৭. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া।
৮. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলে উপস্থিত থাকা বিভিন্ন বিষয়, আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করা।

উল্লিখিত ৮টি শর্তের শ্রেণিবিন্যাস–

- সাধারণ শর্ত ৪টি।
- আনুষ্ঠানিক আমলের জন্য ৪+২=৬টি।
- ব্যাপক কর্মকাণ্ড যেখানে আনুষ্ঠানিক কাজও আছে ৪+২+২=৮টি।

মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ সঠিক হওয়ার প্রমাণ

আমরা এখন আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস তথা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ সঠিক কি না তা পর্যালোচনা করবো।

মু'মিনের আমল কবুলের ১ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে থাকা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ

Common sense

যে আমলে কোনো মনিব অসন্তুষ্ট হয় সে আমল নিশ্চয় ঐ আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গণ্য হবে না। এটি Common sense-এর সহজবোধগম্য একটি রায়। তাই Common sense অনুযায়ী আমল পালনের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে থাকা, আমল কবুলের একটি শর্ত হবে।

তাহলে, Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায়– আমল পালনের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বক্ষণ সামনে থাকা, মু'মিনের আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হবে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– আমল পালনের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে থাকা, মু'মিনের আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বলো– নিশ্চয় আমার সালাত, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু (শুধুমাত্র) মহাবিশ্বের রব আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য।

(সুরা আনআম/৬ : ১৬২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের জীবনের সকল কিছু করতে হবে তাঁর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে। অর্থাৎ তিনি অসন্তুষ্ট হন এমনভাবে কোনো আমল করলে সে আমল তাঁর কাছে কবুল হবে না।

তথ্য-২

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ.

ওয়াইল নামক জাহান্নাম সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদির) ব্যাপারে অবহেলা করে। যারা লোক দেখানোর জন্য আমল (সালাত বা অন্য আমল) করে ।

(সুরা মাউন/১০৭ : ৪-৬)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত-আদায় বা অন্য আমল করে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কারণ তারা ঐ সকল আমল করছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। মানুষকে দেখানোর জন্য। তাই তাদের ঐ আমল আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে কবুল হবে না।

তথ্য-৩

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ........ ....

একটি মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা ঐ দানের চেয়েও উত্তম, যার পরে (খোঁটার মাধ্যমে) কষ্ট দেওয়া হয়। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৬৩)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– খোঁটা দেওয়া বা প্রতিদান পাওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা দান করার চাইতে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে একটি মিষ্টি কথা বা সামান্য উদারতা দেখানো আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রিয়। কারণ ঐ দানের পিছনে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য কিছু থাকে। তাই ঐ দান আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে কবুল হবে না।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক

রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে রাখা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ..... عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.**

ইমাম মুসলিম রহ. 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামাহ ইবন কা'নাব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'উমার ইবনু খাত্তাব রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– **প্রত্যেক 'আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং কোনো ব্যক্তি কেবল তাই লাভ করবে, যা সে নিয়ত করে।** সুতরাং যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, তার হিজরাত আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্য হিজরাত বলে গণ্য হবে, **আর যার হিজরাত হবে দুনিয়া লাভ** বা কোনো নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে; তার হিজরাত হবে সে দিকেই যা সে নিয়ত করেছে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৩৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল স.-এর নিয়াতে তথা উদ্দেশ্যে কোনো আমল করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমলটি করা। তাই হাদীসটি থেকে সহজেই বোঝা যায়, হিজরাত বা অন্য যে কোনো আমল যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে সামনে রেখে করা হয়, তবে সে আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। এ ধরনের বক্তব্য সংবলিত রসূল স.-এর আরও অনেক কথা হাদীস গ্রন্থে আছে। তাই সহজে বলা যায়– হাদীস অনুযায়ীও 'আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে রাখা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، ... . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ : أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ : نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. সুলায়মান বিন ইয়াসার রহ.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারেসী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– সুলায়মান বিন ইয়াসার বলেন, একদা লোকজন যখন আবূ হুরায়রা রা.-এর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন সিরিয়াবাসী নাতিল রহ. বললেন, হে শায়খ! আপনি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাদেরকে শুনান। তিনি বলেন, হ্যাঁ! (শুনাবো)। আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছিল। তাঁকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নিয়ামতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ বলবেন, এর বিনিময়ে কী 'আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ

বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। **তুমি বরং এ জন্যই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে, তুমি বীর।** অতঃপর তোমাকে সেরূপ বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যে জ্ঞানার্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ বলবেন, এত বড়ো নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী 'আমল করেছিলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি। জবাবে আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। **তুমি জ্ঞানার্জন করেছিলে এ জন্য যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে।** কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্য যাতে লোকে বলে, তুমি একজন ক্বারী। অতঃপর তোমাকে সেরূপ বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ অনুযায়ী তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা এবং সব রকমের ধন-সম্পত্তি দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাঁকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (এবং স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ বলবেন, এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী 'আমল করেছো? জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো, আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এজন্য তা করেছিলে **যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে অভিহিত করে।** অতঃপর তোমাকে সেরূপ বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে। অতঃপর নির্দেশ অনুযায়ী তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৯০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

মু'মিনের আমল কবুলের ২ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আমলের আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ

Common sense

বুদ্ধিমান কোনো মনিব কাউকে পালন করানোর জন্য যখন একটি আমল (কাজ) প্রণয়ন করেন তখন অবশ্যই তাঁর একটি উদ্দেশ্য থাকে। কেউ যদি আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি না জেনে আমলটি পালন করা শুরু করে দেয়, তবে তার মাধ্যমে আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি কখনও সাধিত হবে না। এ জন্য ঐ আমল আল্লাহর কাছে দাসত্ব (ইবাদাত) হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই Common sense অনুযায়ী, আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হলো– আমলটি শুরু করার আগে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা যে– আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি সাধিত হচ্ছে কি না বা হবে কি না।

আর তাই আমলের ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হবে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– আমলের ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۭ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۭ.

মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই আমি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। তা সেই লোকদের ধারণা যারা কুফরী করে। আর এ ধরনের লোকদের জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

(সুরা ছোয়াদ/৩৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা : এখানে প্রথমে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন– মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে যত কিছু আছে, তার কোনটিই তিনি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী, মানুষ, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি প্রতিটি জিনিস বা বিষয় একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন। সকল জিনিস সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর একটি সামগ্রিক উদ্দেশ্য আছে। আবার প্রতিটি জিনিস সৃষ্টির পিছনে তাঁর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও আছে। আর প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি সাধিত হলেই কেবল সকল জিনিস সৃষ্টির পেছনে থাকা আল্লাহর সামগ্রিক উদ্দেশ্যটি সাধিত হবে।

এরপর আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন– কোনো কিছু তিনি উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেছেন এমনটি মনে করা কাফেরদের কাজ। অর্থাৎ অতি বড়ো গুনাহ। সবশেষে আল্লাহ বলেছেন, যারা ধারণা করবে উদ্দেশ্য ছাড়া আল্লাহ কোনো কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন, পরকালে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এখান থেকে সহজে বোঝা যায়– আল্লাহ যে সকল আমল পালন করতে মানুষকে আদেশ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতিটির জন্য একটি উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা আছে। যারা ঐ আমলগুলো পালন করবে তাদের সে উদ্দেশ্যটি প্রথমে জানতে হবে। আর আমলগুলো পালন করার সময় সকলকে খেয়াল রাখতে হবে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিষয়টি অমান্য করবে, আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

তথ্য-২

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۚ ۖ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি রহস্যে এবং দিন রাত্রির আবর্তনে উলিল আলবাবদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক্‌র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে। (আর বলে) হে আমাদের রব! আপনি একে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র (উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার ত্রুটি থেকে আপনি মুক্ত)। অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। (সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের 'আপনি উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনকিছু সৃষ্টি করেননি এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করার ত্রুটি থেকে আপনি মুক্ত' কথা দুটি থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি বা কোনো আমল প্রণয়ন করেননি। অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে আল্লাহর একটি উদ্দেশ্য আছে।

আর আয়াতের শেষে বান্দার করা দোয়া 'জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচান' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে একটি আমল করতে আদেশ দিয়েছেন তা না জেনে আমলটি করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। কারণ, এভাবে আমল করলে আমলের বিষয়ে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হবে না।

♣♣ তাহলে ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– আমলের আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না সেটি সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আদাম ইবন আবূ ইয়াস রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেওয়াতে (সিয়াম পালন) আল্লাহর কোনো দরকার নেই (আল্লাহর কাছে কবুল হবে না)।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ১৯০৩
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সুরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে– সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো 'তাকওয়া' অর্জন করা বা মুত্তাকি হওয়া। 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ হলো– আল্লাহ সচেতনতা। স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা ও মানা। তাই 'আল্লাহ সচেতনতা' বলতে বোঝাবে আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও মানা। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, গুণাগুণ ইত্যাদি জানা ও মানা। তাই সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর সত্তা, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, গুণাগুণ ইত্যাদি জানা ও মানা।

আল্লাহ তা'য়ালা মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়তে আদেশ করেছেন। তাই যে সিয়াম পালনকারী মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি সে তাকওয়া অর্জন করেনি। অর্থাৎ তার মাধ্যমে সিয়ামের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

হাদীসটিতে রসূল স. বলেছেন– যে সিয়াম পালনকারী মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি তার সিয়াম পালন আল্লাহর দরকার নেই। অর্থাৎ হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে সিয়াম পালন দিয়ে সিয়ামের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না সে সিয়াম আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

তাই এ হাদীসটি এবং এ ধরনের আরও হাদীস থেকে জানা যায়– কোনো আমল পালনের মাধ্যমে যদি আমলটির আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য অর্জিত না হয় তবে সে আমল কবুল হয় না। সুতরাং হাদীস থেকেও জানা যায়– আমলের আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা, মু'মিনের আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

মু'মিনের আমল কবুলের ৩ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ

Common sense

যেকোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহায়ক বিষয় তথা 'পাথেয়'-এর প্রয়োজন হয়। পাথেয়গুলোকে যথাযথভাবে পালন করলেই শুধু কাজটির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আর কেউ যদি কোনো কাজের পাথেয়মূলক বিষয়কে কাজটির উদ্দেশ্য বা সবকিছু মনে করে তবে কাজটির উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

তাই প্রত্যেক মনিব যখন কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি আমল (কাজ) প্রণয়ন করেন, তখন তার যথাযথ পাথেয়মূলক বিষয়গুলোও প্রণয়ন করেন এবং জানিয়ে দেন। পাথেয়গুলোকে যথাযথভাবে পালন করলেই শুধু কাজটি দিয়ে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়। আর কেউ যদি পাথেয়মূলক বিষয়কে কাজটির উদ্দেশ্য বা সবকিছু মনে করে পালন করে তাহলে কাজটি করার মাধ্যমে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি কখনই সাধিত হবে না। আর তাই কাজটি আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

উদাহরণস্বরূপ ঢাকা থেকে খুলনায় যাওয়ার আমলটিকে ধরা যাক। এ আমলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, খুলনায় পৌঁছানো। আর এ কাজের দুটি মৌলিক মাধ্যম তথা পাথেয় হচ্ছে, যথাযথ বাহন ও পথ খরচ। আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাথেয় দুটি ব্যবহারের ব্যাপারে চিরসত্য বিষয় হলো–

১. পাথেয় দুটির একটিও না হলে কেউ খুলনায় পৌঁছাতে পারবে না। অর্থাৎ মৌলিক পাথেয়মূলক বিষয়ের একটিও বাদ গেলে সকল আমল তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।

২. পাথেয় দুটিকে আমলটির উদ্দেশ্য বা সবকিছু মনে করে পালন করলেও কেউ খুলনায় পৌঁছাতে পারবে না। যেমন– বাহনকে সবকিছু মনে করে কেউ যদি যেকোনো বাহনে উঠে বসে বা পথ-খরচকে সবকিছু মনে করে কেউ যদি যেকোনো পরিমাণের পথ-খরচ নিয়ে

যাত্রা শুরু করে তবে সে কখনও খুলনায় পৌঁছাতে পারবে না। খুলনায় পৌঁছাতে হলে খুলনায় যাবে এমন বাহন এবং পথ-খরচ খুলনার ভাড়ার সমপরিমাণ হতে হবে।

তাই Common sense অনুযায়ী, আমল কবুলের একটি শর্ত হলো– আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় হিসেবে পালন করা।

আর তাই Common sense অনুযায়ী, মু'মিনের আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হলো– আমলটির ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় (মাধ্যম) মনে করে পালন করা।

আনুষ্ঠানিক কাজ হলো সে কাজ, যা করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান (কাজ) করতে হয়। যেমন– স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির কর্মকাণ্ড, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠানটি হয় পাথেয়। তাই আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠানকে এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে সহায়ক হয়।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

আল কুরআন
তথ্য-১

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .....

(সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা : সুরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সালাতের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের

দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ তা দূর করা। আর এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– সালাতের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে করা তথা কিবলামুখী হওয়া, রুকু-সিজদা, কিয়াম, কিরাত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কোনো সাওয়াব নেই। একথার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সালাতকে শুধু তার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করলে কোনো সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তথা ঐ সালাত কবুল হবে না।

আর এর কারণ হলো– সালাতের অনুষ্ঠান হচ্ছে সালাতের পাথেয়। অর্থাৎ সালাতের অনুষ্ঠানটি এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা সালাতের উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কোনো না কোনোভাবে ভূমিকা রাখে। কেউ যদি সালাতের 'অনুষ্ঠানকে' সালাতের সব কিছু বা সালাতের উদ্দেশ্য মনে করে, আর এর ফলে সালাতকে শুধু তার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আদায় করে, তবে সে সালাতের মাধ্যমে সালাতের উদ্দেশ্য সাধন হবে না। তাই সে সালাত আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) হবে না। সুতরাং সে সালাত আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

তাই এ আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– সালাতসহ কোনো আমলের পাথেয়কে, আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন না করলে সে আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

তথ্য-২

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ....

এদের (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে কখনই পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ সচেতনতা।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরবানির পশুর রক্ত ও গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। আল্লাহর কাছে পৌঁছায় এর মাধ্যমে অর্জিত হওয়া এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতনতা (তাকওয়া)। আল্লাহ সচেতনতার সেই বিশেষ ধরনটি হলো– আল্লাহর আদেশ মানার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা। এটিই হচ্ছে কুরবানির উদ্দেশ্য। আদরের পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করা এবং তার গোশত খাওয়ার অনুষ্ঠান হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়।

তাই কুরবানির অনুষ্ঠানটি এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তার মাধ্যমে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত কুরবানির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অর্থাৎ এটি কুরবানির পাথেয়। আর তাই কেউ যদি কুরবানিকে শুধু রক্ত ঝরানো ও গোশত খাওয়ার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করে, তবে সেই কুরবানি আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

তাই এ আয়াত থেকেও জানা যায়– কোনো আমলের পাথেয়কে, আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন না করলে সে আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ . . . . . .

. . . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– মুনাফিকের চিহ্ন ৩টি; সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ঈমান আনা আমলটির উদ্দেশ্য হলো, মন-মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করা যেন তা ব্যক্তিকে ইসলামবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত রাখে। আর ঈমান আনা আমলের অনুষ্ঠানটি (কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করা

এবং তার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করা) হলো আমলটির পাথেয়। অর্থাৎ ঈমান আনা আমলের অনুষ্ঠানটি এমনভাবে করতে হবে যেন তা দিয়ে ব্যক্তির মন-মানসিকতা এমনভাবে গঠিত হয়, যা তাকে ইসলামবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানতের খিয়ানত করামূলক ইসলামবিরোধী কাজ করে সে ঈমান আনা আমলটিকে, অনুষ্ঠান তথা পাথেয়-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করেছে। আমলটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের মন-মানসিকতাকে ইসলামবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত রাখার মতো করে গঠন করেনি।

তাই তার ঈমান আনা আমলটি কবুল হবে না। আর তাই সে ব্যক্তি মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে বলে রসূল স. হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের বক্তব্যধারণকারী অনেক হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে আছে। সুতরাং সহজে বলা যায়– হাদীস অনুযায়ীও 'আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

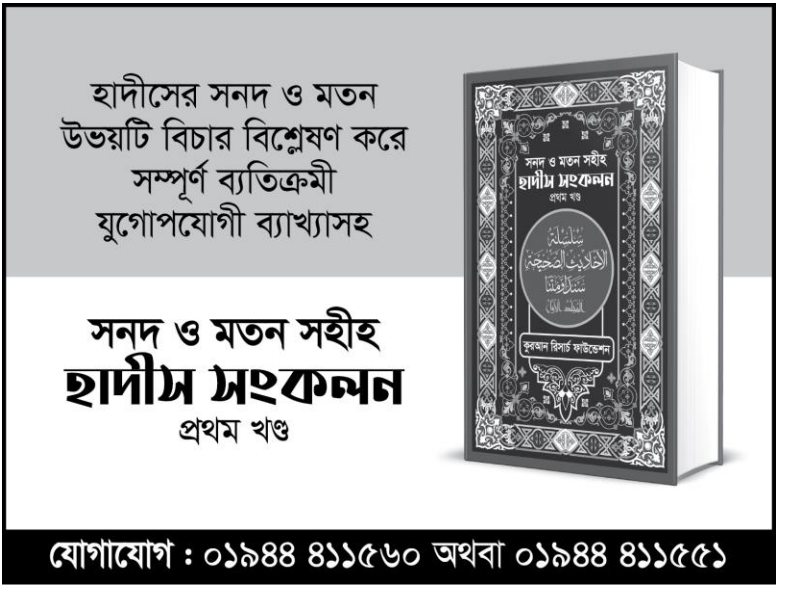

মু'মিনের আমল কবুলের ৪ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আল্লাহর জানানো এবং রসূল স.-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ

Common sense

প্রতিটি আমলের অনুষ্ঠান কী পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী করতে হবে, তাও আল্লাহ জানিয়ে দেন এবং প্রয়োজন হলে তার কোনো প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেখিয়ে দেন। অনুষ্ঠানের পদ্ধতিতে মৌলিক ত্রুটি রেখে কোনো আমল করলেও সে আমল তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– পিত্ত পাথরের অপারেশনের একটি মৌলিক পদ্ধতি হলো পিত্তথলির নালি প্রথমে বাঁধতে হবে তারপর কাটতে হবে। কেউ যদি পিত্তথলির নালি না বেঁধে কেটে দিয়ে পিত্ত পাথরের অপারেশন শেষ করে তবে ঐ অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে এবং রোগী মারা যাবে।

Common sense অনুযায়ী তাই– আমলের অনুষ্ঠানটি আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী পালন করা আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

সুতরাং Common sense অনুযায়ী আল্লাহর জানানো ও রসূল স.-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে আমলের অনুষ্ঠানটি করা মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হবে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– আল্লাহর জানানো ও রসূল স.-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে আমলের অনুষ্ঠানটি করা মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

কুরআন

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۖ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং শোনার পর তোমরা তা (আদেশ, উপদেশ ইত্যাদি) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

(সুরা আনফাল/৮ : ২০)

তথ্য-২

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ..... .....

যে রসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।

(সুরা নিসা/৪ : ৮০)

তথ্য-৩

..... وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ .....

... ... রসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো। ... ...

(সুরা আল হাশর/৫৯ : ৭)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এগুলো এবং এ ধরনের আরও আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল স.-এর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ইত্যাদি পালন করতে বলা হয়েছে বা অমান্য করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আয়াতটি এবং এ ধরনের আরও আয়াত থেকে জানা যায়– আমল করার পদ্ধতির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা যা বলেছেন ও রসূল স. যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন তা অনুসরণ করতে হবে। যেমন– সালাতে রুকু আগে ও সিজদা পরে করতে হবে, রুকু একটি ও সিজদা দুটি করতে হবে ইত্যাদি।

♣ ♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'আল্লাহর জানানো এবং রসূল স.-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ..... عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ সুলাইমান মালিক ইবন হুয়াইরিস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– আমরা সমবয়সী কিছু যুবক মহানবী স.-এর কাছে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে বিশ রাত থাকলাম। এরপর মহানবী স.-এর মনে হলো আমরা পরিবারের কাছে যেতে আগ্রহী। তিনি আমাদের পরিবারে কে কে আছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বললাম। তিনি দয়াদ্র হৃদয় ও বন্ধুসুলভ মানসিকতা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনলেন। এরপর বললেন– তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও। এখান থেকে যা কিছু শিখলে তা তাদেরকে শেখাও ও তা করার আদেশ দাও। আর সেভাবে সালাত আদায় করবে যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। সালাতের সময় হলে তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় ও তোমাদের মধ্যে যিনি বড়ো তিনি যেন সালাতে ইমাম হন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬০৫
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে থাকা **'সেভাবে সালাত আদায় করবে যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ'** কথাটির মাধ্যমে রসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি যে পদ্ধতি অনুযায়ী সালাত আদায় করেছেন ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী সালাত আদায় করতে হবে। এখান থেকে জানা যায়– অন্যান্য আমলও রসূল স. যে পদ্ধতি অনুযায়ী করেছেন সে পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হবে।

রসূল স.-এর বাস্তব আমলের ওপর ভিত্তি করে উপাসনামূলক আমলগুলোর অনুষ্ঠানের আরকান-আহকামকে হানাফী মনীষীগণ ৪ (চার) ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. ফরজ
২. ওয়াজিব
৩. সুন্নাত
৪. মুস্তাহাব

ফরজ বিভাগের আরকান-আহকামগুলো হচ্ছে মৌলিক। আর সুন্নাহ ও মুস্তাহাব (নফল) বিভাগের আরকান-আহকামগুলো হচ্ছে অমৌলিক। আর ঐ বিভিন্ন ধরনের আরকান-আহকাম অনুসরণ করা বা না করার সাথে আমলগুলো কবুল হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক হলো–

- ফরজ বাদ গেলে আমলগুলো কবুল হয় না।
- ওয়াজিব বাদ গেলে সহু সিজদা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে না শুধরালে আমলগুলো কবুল হয় না।
- সুন্নাত বাদ গেলে আমলগুলো একটু দুর্বল হয়, কিন্তু তা একেবারে বাদ যায় না।
- মুস্তাহাব বাদ গেলে আমলগুলোর কোনো ক্ষতি হয় না।

(এ বিষয়ে অন্য মাজহাবের মনীষীগণের ভিন্ন মত আছে)

তাই হাদীস অনুযায়ীও 'আল্লাহর জানানো ও রসূল স.-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

মু'মিনের আমল কবুলের ৫ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেওয়া) সঠিক হওয়ার প্রমাণ

Common sense

আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান তৈরি করা হয় কিছু না কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অনুষ্ঠানগুলো পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা না নিলে কারো পক্ষে আনুষ্ঠানিক আমলের উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয়।

উদাহরণ হিসেবে মেডিকেল শিক্ষা নামক আনুষ্ঠানিক কাজটির কথা বলা যায়। মেডিকেল কলেজের প্রতিটি অনুষ্ঠান (বিভিন্ন বিষয়ের লেকচার ক্লাসে যাওয়া, ডিসেকশল ক্লাসে গিয়ে লাশ কাটা, হাসপাতালের ওয়ার্ডে গিয়ে রোগী দেখা, বহির্বিভাগে গিয়ে রোগী দেখা, অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে অপারেশন দেখা ইত্যাদি) থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। কেউ যদি অনুষ্ঠানগুলো করে কিন্তু তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা না নেয় তবে তার পক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন (মানুষের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করা) কখনও সম্ভব হবে না।

তাই Common sense অনুযায়ী, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নেওয়া, আনুষ্ঠানিক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত। সুতরাং সহজে বলা যায়– আনুষ্ঠানিক আমলের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা মু'মিনের আনুষ্ঠানিক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– আনুষ্ঠানিক আমলের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা, মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

..... وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ .....

... ... (সালাতের সময়) আগে তোমরা যে দিকে মুখ করে দাঁড়াতে সেটিকে কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম শুধু এটি বুঝে নেওয়ার জন্য যে, কে রসূলকে অনুসরণ করে, আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়।... ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা : রসূল স. মদিনায় হিজরাত করার পর প্রথম ১৬ বা ১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। তারপর আল্লাহ আবার কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। এই আয়াতাংশে আল্লাহর কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পেছনে কী কারণ ছিল তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেছেন– কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দানের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটা জেনে নেওয়া যে, কে রসূলকে তথা রসূলের মাধ্যমে দেওয়া তাঁর আদেশকে অনুসরণ করে এবং কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়। অর্থাৎ কে তাঁর আদেশ মানাকে অগ্রাধিকার দেয়, আর কে তাদের রসম-রেওয়াজ (Tradition), অভ্যাস ইত্যাদি মানাকে অগ্রাধিকার দেয়।

এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়– সালাতের সময় মুখ কেবলার দিকে করতে বলা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান করতে বলার পেছনে আল্লাহর (প্রধান) উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরির শিক্ষা দেওয়া।

তথ্য-২

..... مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

(সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান) ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা (আদেশটি মানার পর এর উপকারিতা দেখে আমার) শোকর আদায় করো।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : সুরা মায়েদার এ আয়াতটির প্রথম দিকে সালাতের আগে ওজু, গোসল বা তায়াম্মুম করা এবং কখন ও কীভাবে তা করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার পর আল্লাহ এ বক্তব্যটি রেখেছেন।

এখানে আল্লাহ বলেছেন– সালাতের আগে ওজু, গোসল (এবং কুরআনের অন্য স্থানের আদেশের মাধ্যমে কাপড় ও জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) করার শর্ত আরোপ করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে কষ্ট দেওয়া নয়। বরং এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটি নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া। আর সে নীতিমালা হচ্ছে শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলো প্রত্যেক দিন কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে এবং পুরো শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ প্রতিদিন বা কয়েক দিন পর পর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা।

তথ্য-৩

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমন (তা) ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা : স্বাস্থ্য-সচেতন ব্যক্তি হলো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান রাখা ও মানা ব্যক্তি। তাই আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, সিয়াম নামক আনুষ্ঠানিক আমলটি ফরজ করার কারণ হচ্ছে– সিয়ামের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকি) মানুষ তৈরি করা। সে আল্লাহ সচেতন মানুষ হলো তারা, যারা পেটে ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না।

তথ্য-৪

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ .....

কখনই এদের গোশত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না বরং পৌঁছে (এর অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত) তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ আয়াতটিতে প্রথমে জানিয়েছেন যে– কুরবানির পশুর রক্ত ও গোশত তাঁর কাছে পৌঁছায় না। অর্থাৎ কুরবানিরূপ আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক আমলের শুধু অনুষ্ঠানটি করার কোনো সওয়াব নেই।

তারপর আল্লাহ বলেছেন– তাঁর কাছে পৌঁছায় কুরবানির অনুষ্ঠানটির শিক্ষার মাধ্যমে যে বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতনতা তিনি তৈরি করতে চেয়েছেন সেটি। সে আল্লাহ সচেতনতা হলো– প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি এমনকি জীবন উপেক্ষা করেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার মানসিকতা।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নেওয়া' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তিদ্বয় কুতাইবা বিন সাঈদ রহ. ও আলী বিন হুজর রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ স. বললেন– আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র হলো সে, যে কিয়ামতের ময়দানে অনেক সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে

অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। অতঃপর তার (সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি) আমল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় হিসেবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপ তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৭৪৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়, প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাতমূলক আনুষ্ঠানিক আমল করা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে শেষ বিচারের দিন যদি অভিযোগ আসে যে– তারা কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে তবে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। অর্থাৎ ঐ প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত তাদের কোনো কাজে আসবে না।

এর কারণ হলো– ঐ আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো মানুষকে গালি না দেওয়া, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ না করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত না করা, কাউকে অন্যায়ভাবে না মারার শিক্ষা ছিল।

হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ঐ আমলগুলোর শুধু অনুষ্ঠান করেছে তা থেকে দিতে চাওয়া উল্লিখিত শিক্ষাগুলো নেয়নি। তাই তাদের ঐ আমলগুলো কোনো কাজে আসেনি তথা কবুল হয়নি। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– 'আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নেওয়া' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

মু'মিনের আমল কবুলের ৬ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত হওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ

Common sense

আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সেগুলো যদি বাস্তবে প্রয়োগ না করা হয়, তাহলেও আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধন হয় না। যেমন– কেউ মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠানগুলো করল এবং তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিলো কিন্তু সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করল না। এটি হলে ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন (মানুষের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করা) হওয়া কখনও সম্ভব হবে না।

তাই Common sense অনুযায়ী– অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেওয়ার পর সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা, আনুষ্ঠানিক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

তাই Common sense অনুযায়ী– অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেওয়ার পর সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা, মু'মিনের আনুষ্ঠানিক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হবে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– আনুষ্ঠানিক আমলের ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা মু'মিনের আনুষ্ঠানিক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

কুরআন

তথ্য-১

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ **وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ** وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ ...

.....

(সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে– আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খল) মুক্তির জন্য দান করে, আর **সালাত প্রতিষ্ঠা করে**, যাকাত আদায় করে ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির সালাত সম্পর্কিত বক্তব্য হলো– সালাতের সময় মুখ পূর্ব না পশ্চিম দিকে করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান করায় কোনো সওয়াব নেই। সওয়াব আছে সালাত কায়েম করায়।

সালাত কায়েম করা তথা সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে (বাস্তবে) প্রতিষ্ঠা করা।

সালাত একটি আনুষ্ঠানিক আমল। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– সালাত বা যেকোনো আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিলেই শুধু চলবে না। ঐ শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্য-২

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ .

ধ্বংস (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদির) ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে এবং পাতিলের ঢাকনির মতো ছোটো-খাটো জিনিসও মানুষকে দিতে নিষেধ করে (কৃপণ)।

(সুরা মাউন/১০৭ : ৪-৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কয়েকটি কাজ করার জন্য সালাতের অনুষ্ঠান করার পরও একজন সালাত

আদায়কারীকে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। সে কাজগুলো হলো– সালাতের সময় বা সালাত সম্পর্কিত অন্য বিষয় অবহেলা করা, মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা এবং ছোটো-খাটো জিনিসও অপরকে না দেওয়া বা দিতে নিষেধ করা (কৃপণ হওয়া)। এখান থেকে বোঝা যায়– সালাতের অনুষ্ঠানের সঙ্গে এ কাজগুলোর নিবিড় কোনো সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্ক হলো– এ কাজগুলো সালাত থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা।

তাই মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যারা সালাত তথা আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে (বাস্তবে) প্রতিষ্ঠা করবে না, তাদের করা ঐ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কবুল হবে না এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা মু'মিনের আনুষ্ঠানিক আমল করা আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা, মু'মিনের আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحمد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ : هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবু হুরায়রা রা. বলেন, জনৈক

ব্যক্তি বলল– ইয়া রসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি-লাভ করেছে। তবে সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী! লোকটি আবার বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে, সে কম (নফল) সিয়াম পালন করে, কম (নফল) সদাকা করে এবং (নফল) সালাতও কম পড়ে। কিন্তু সে নিজের মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রসূলুল্লাহ স. বললেন, সে জান্নাতী।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৯৬৭৩।
- হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে উল্লিখিত ১ম মহিলাকে প্রচুর সালাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে কম (নফল) সালাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়ার কারণে ২য় মহিলা জান্নাত পাবে। দুই মহিলার পরিণতির এ অপরিসীম পার্থক্যের কারণ হলো– প্রতিবিশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়া সালাতের পঠিত কুরআনের একটি শিক্ষা। প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত পড়লেও এ শিক্ষাটি নেয়নি। ফলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেনি। তাই তার সালাত কবুল হয়নি। এ জন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা কম সালাত পড়লেও শিক্ষাটি নিয়েছে এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করেছে। তাই তার সালাত কবুল হয়েছে। এ কারণে সে জান্নাত পাবে।

তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা, মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.....
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

ইমাম মুসলিম রহ. তারিক ইবন শিহাব রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন আবী শায়বা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– তারিক ইবনু শিহাব (আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবার হাদীসে) থেকে বর্ণিত, মারওয়ান ঈদের দিন সালাতের আগে খুত্‌বাহ্ দেওয়ার (বিদ'আতী) প্রথা প্রচলন করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "খুতবার আগে সালাত" (সম্পন্ন করুন)। মারওয়ান বললেন, এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো। সাথে সাথে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. উঠে বললেন, ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন মন দিয়ে তা করবে (মনে অনুশোচনা রাখবে ও পরিকল্পনা করবে)। তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৮৬।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ঈমান আনা নামের আনুষ্ঠানিক আমলটির অনুষ্ঠানের (কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করা এবং ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করা) একটি দাবি বা শিক্ষা হলো– সামনে অন্যায় (ইসলাম নিষিদ্ধ) কাজ হতে দেখলে তা হাত (শক্তি) দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। সে ক্ষমতা না থাকলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আর সে ক্ষমতাও না থাকলে মন দিয়ে তা করতে হবে। অর্থাৎ তার মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং তাকে মনে মনে অন্যায়টি বন্ধের পরিকল্পনা করতে হবে।

সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখার পর ওজরের (বাধ্যবাধকতা) কারণে একজন ঈমানের দাবিদার ব্যক্তির সেটিকে শক্তি দিয়ে বন্ধ করা বা মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু তার মনে যদি অনুশোচনা না হয় এবং সে যদি মনে মনে অন্যায়টি বন্ধের কোনো পরিকল্পনা না করে তবে বুঝতে হবে সে ঈমান আনা আমলটির অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়নি বা নিয়ে থাকলেও তা বাস্তবে প্রয়োগ করেনি।

হাদীসটির শেষে থাকা **'এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর'** কথাটির মাধ্যমে রসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন, ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো– সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখার পর মনে অনুশোচনা থাকা এবং মনে মনে অন্যায়টি বন্ধের পরিকল্পনা

করা। এ কথার মাধ্যমে রসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন– সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখার পর যার মনে অনুশোচনাও হবে না এবং মনে মনে যে অন্যায়টি বন্ধের পরিকল্পনাও করবে না সে আসলে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ তার ঈমান আনা আমলটি কবুল হবে না। আর এর কারণ হলো– সে ঈমান আনামূলক আনুষ্ঠানিক আমলটির অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়নি বা নিয়ে থাকলেও সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেনি।

তাই হাদীসটি থেকেও জানা যায়– 'আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান পালন করার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা' মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

মু'মিনের আমল কবুলের ৭ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া) সঠিক হওয়ার প্রমাণ

Common sense

ব্যাপক কর্মকাণ্ড হলো সে বিষয়– যাতে নানা গুরুত্ব ও ধরনের (মৌলিক, অমৌলিক, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ইত্যাদি) কাজ থাকে। যেমন– মানুষের জীবন পরিচালনা, রসূল স.-কে অনুসরণ করা, রাষ্ট্র পরিচালনা করা ইত্যাদি।

ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমল আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে গণ্য হতে হলে, আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ, এমনটি হলে আমলটিতে মৌলিক ত্রুটি থেকে যায়। আর মৌলিক ত্রুটিযুক্ত সকল আমল তার উদ্দেশ্য সাধনে শতভাগ ব্যর্থ হয়। অমৌলিক ধরনের বিষয় বাদ গেলে আমলটি কিছু দুর্বল বা অসুন্দর হয়, তবে ব্যর্থ হয় না। তাই Common sense অনুযায়ী– আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

আর তাই Common sense অনুযায়ী– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া, মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۖ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

হিদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা ফিরে যায়, শয়তান তাদের জন্য ঐ ধরনের আচরণ সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটি এজন্য যে তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয় অস্বীকারকারীদের বলে, কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো। আল্লাহ তাদের এ গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কী হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে? এটি এজন্য যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণকে অপছন্দ এবং অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণকে পছন্দ করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদের সকল আমল বিনষ্ট করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা, কিতাবের মাধ্যমে হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এ ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তা বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, জীবনের কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করা, আর কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। এ ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা হলো–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।
৩. ঐ ধরনের আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ আচরণের জন্য তাদের সকল আমল বিনষ্ট বা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায়– কুরআনের মূল বিষয়গুলো তথা ইসলামী জীবনের মৌলিক বিষয়ের কিছু (একটিও) অমান্য করলে মানবজীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। তাই এ আয়াতেরও শিক্ষা হলো– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

তথ্য-২

... ... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অথচ আল্লাহ ব্যাবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। তাই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের এ উপদেশ পৌঁছাবে এবং ভবিষ্যতে সে সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকবে, সে আগে যা খেয়েছে তাতো খেয়েছে। তার সে ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর রইল। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও (সুদের) পুনরাবৃত্তি করবে তারা জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা : সুদ খাওয়া ইসলামের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ। এ আয়াত থেকে জানা যায়– সুদ হারাম এটি জানার পরও যদি কেউ সুদ খায় তবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ তার জীবনে কৃত নেক আমলের কোনো মূল্য পাবে না। অন্য কথায় তার জীবনে করা সকল নেক আমলকে ব্যর্থ ধরা হবে।

জীবন পরিচালনা একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া, মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

তথ্য-৩

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(সুরা নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা : মিরাস বণ্টন (সম্পদ বণ্টন) ইসলামের একটি মৌলিক আমল। এ আয়াত থেকে জানা যায়– মিরাস বণ্টনের বিধান যে অমান্য করবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ তার জীবনে কৃত নেক আমলের কোনো মূল্য পাবে না। অন্য কথায় তার জীবনে করা সকল নেক আমলকে ব্যর্থ ধরা হবে।

তাই এ আয়াতটি থেকেও জানা যায়– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া, মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

তথ্য-৪

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ .

যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা (অর্থ-সম্পদ) গোপন করে (কৃপনতা করে ব্যবহার করে না)। আর আমরা (সে-সকল) গোপনকারীদের (কৃপণদের) জন্য আখিরাতে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(সুরা নিসা/৪ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : কৃপণতা করা ইসলামের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ। এ আয়াত থেকে জানা যায়– কৃপণতাকারী বা মানুষকে কৃপণতার উপদেশ দানকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে। অর্থাৎ তার জীবনে কৃত নেক আমলের কোনো মূল্য পাবে না। অন্য কথায় তার জীবনে করা সকল নেক আমলকে ব্যর্থ ধরা হবে।

তাই এ আয়াতেরও শিক্ষা হলো– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া, মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

তথ্য-৫

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ .....

আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে- তারা না আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আর না আখিরাতে।

(সুরা নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : লোক দেখানোর জন্য কোনো কাজ করা ইসলামের একটি মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়। অন্যদিকে ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস না করা ব্যক্তির পুরো জীবন ব্যর্থ।

তাই এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– যারা লোক দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ দান করে তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ তাদের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

তাই এ আয়াতেরও শিক্ষা হলো– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

তথ্য-৬

..... اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ . اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

... ... তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছ এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছ? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না (তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে)। (সুরা বাকারা/২ : ৮৫ ও ৮৬)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস। অন্যদিকে একটি বিষয় কেউ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলে তা তার কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই কোনো কিছু বিশ্বাস করা এবং সে বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা বিষয় দুটির একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মহান আল্লাহ তাই এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– আল কুরআনের কিছু অংশ জানা, বিশ্বাস ও অনুসরণ করা আর কিছু অংশ না জানা, অবিশ্বাস ও অনুসরণ না করলে, দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

এ আয়াতগুলোর মাধ্যমেও তাই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনের মূল বিষয়গুলো তথা ইসলামী জীবনের মৌলিক বিষয়ের কিছু তথা একটিও অমান্য করলে মানবজীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া, মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ..... عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَ: لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এই কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৩২২২।
- হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : খিয়ানত করা এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা ইসলামের দুটি মৌলিক (বড়ো) নিষিদ্ধ কাজ। যার ঈমান বা দ্বীন নেই তার পুরো জীবন ব্যর্থ। তাই রসূল স. এ হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন– খিয়ানতকারী এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর পুরো জীবন ব্যর্থ ধরা হবে। অর্থাৎ এ হাদীসটির বক্তব্য হলো একটি মৌলিক নিষিদ্ধ কাজ করলে বা একটি মৌলিক করণীয় কাজ না করলে পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

তাই এ হাদীসটি এবং এ ধরনের আরও হাদীস থেকে জানা যায়– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া, মু'মিনের আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

মু'মিনের আমল কবুলের ৮ নং সুনির্দিষ্ট শর্ত (ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা) সঠিক হওয়ার প্রমাণ

Common sense

ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলে থাকা বিষয়গুলো আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করতে হবে। কারণ, এটি অমান্য করলেও আমলটি তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। ধরা যাক, দুর্ঘটনা কবলিত হওয়া একজন লোকের বড়ো একটি রক্তের শিরা কেটে গেছে এবং তা থেকে অনবরত রক্ত বের হচ্ছে। লোকটির চামড়াও কয়েক জায়গায় কেটেছে। এ লোকটির চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসকের প্রথম করণীয় হবে শিরা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করা। তারপর চামড়ার ক্ষতগুলোর দিকে নজর দেওয়া। অর্থাৎ বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমলটি কম গুরুত্বের কাজের আগে করা। কোনো চিকিৎসক যদি তা না করে তার উল্টোটি করে, তবে রোগীটি মারা যাবে। অর্থাৎ ঐ চিকিৎসকের পুরো কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হবে।

তাই Common sense অনুযায়ী, আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যাপক ধরনের আমলে থাকা বিষয়গুলো আগে ও পরে পালন করা, ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

আর তাই Common sense অনুযায়ী, ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলে থাকা বিভিন্ন বিষয়, আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করা, মু'মিনের ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত হবে।

আল কুরআন

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ . اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। পড়ো (অধ্যয়ন করো), আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে জানতো না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : এ হলো আল কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াত। এ পাঁচটি আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম যে শব্দটা দিয়েছেন সেটি একটি আদেশমূলক শব্দ যার অর্থ হলো, 'পড়ো তথা জ্ঞানার্জন করো'। আর জ্ঞানার্জন করার আদেশ দেওয়ার পর যে পাঁচটি পঙ্‌ক্তি (আয়াত) পড়তে বলা হয়েছে তা হলো কুরআনের পাঁচটি আয়াত। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো– এ পাঁচটি আয়াতে জ্ঞান এবং জ্ঞানার্জনের সহায়ক বিষয় (কলম ও চিকিৎসাবিজ্ঞান) ছাড়া আর কোনো বিষয় আল্লাহ উল্লেখ করেননি। তাই সহজেই বলা যায়– কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর জানানো প্রথম আদেশ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করার আদেশ।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের মাধ্যমে দেওয়া তাঁর প্রথম আদেশ হিসেবে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমল পালন করা বা শিরক না করার আদেশকে বাছাই না করে, কুরআনের জ্ঞানার্জনের আদেশকে কেন বাছাই করলেন।

এর কারণ হলো– কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ইসলামের সবচেয়ে বড়ো ফরজ বা সাওয়াবের কাজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ'** এবং **'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা'** নামক বই দুটিতে।

কুরআন হলো মানুষের জীবন পরিচালনামূলক একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশিকা (Manual)। তাই মহান আল্লাহ এ ধরনের কর্মপদ্ধতি (ফে'য়লী হাদীস) তথা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমলটি করার আদেশ প্রথমে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন– ব্যাপক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করতে হবে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে

(Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা, মু'মিনের আমল কবুলের একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস। ইসলামের ঘরে প্রবেশ করতে হলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হলো ঈমান আনা। ঈমান আনতে হয় 'কালেমা তাইয়্যেবা'-এর ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করা ও মুখে তার ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে।

কালেমা তাইয়্যেবা ও তার সরল অর্থ–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (এবং) মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল।

পুরো কালেমাটি কুরআনে এক সাথে নেই। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অংশ আছে সুরা সাফফাতের ৩৫ নং ও সুরা মুহাম্মাদের ১৯ নং আয়াতে। আর مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ অংশ আছে সুরা ফাতহের ২৯ নং আয়াতে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে কুরআনের তাওহীদ এবং রিসালাত সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্য একত্রিত করে রসূল স. কালেমা তাইয়্যেবার বর্তমান রূপটি ঘোষণা করেছেন।

কালেমাটির ব্যাখ্যা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অংশের ব্যাখ্যা

মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালিত করে পরকালে মুক্তির জন্য সকল নির্ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান দেওয়ার এবং সকল প্রয়োজন পূরণের একমাত্র স্বাধীন সত্তা আল্লাহ।

(কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ অংশের ব্যাখ্যা

ঐ সকল তথ্য ও বিধি-বিধান আল্লাহ তাঁর মনোনীত ব্যক্তি মুহাম্মাদ স.-কে মাতলু ওহী এবং গায়ের মাতলু ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS)-এর মাধ্যমে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ স. সেগুলো মানুষকে জানিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহর

মাধ্যমে। মুহাম্মাদ স. ঐগুলো যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সেটিই হচ্ছে তা বাস্তবায়নের একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি।

(কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

কালেমাটির ব্যাখ্যা থেকে সহজে বোঝা যায়, কালেমাটি হলো পুরো কুরআনের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। তাহলে দেখা যায়– ইসলামে প্রবেশ করার প্রথম কাজ হিসেবে রসূল স. প্রকৃতভাবে কুরআনের জ্ঞানার্জনের বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। এ সুন্নাহ থেকেও তাই জানা যায়– ব্যাপক কর্মকাণ্ডের কাজগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা, মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট শর্ত।

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক
আরবী
গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

আমলের ধরনের ভিত্তিতে কবুল হওয়ার শর্ত সংখ্যার পার্থক্য

জীবনের সকল আমল, এমনকি ঘুমানো ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়াও আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব (ইবাদাত) হবে তথা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কবুল হবে যদি তা আল্লাহর দেওয়া শর্তসমূহ পূরণ করে পালন করা হয়। তবে সকল আমলের জন্য সব শর্ত প্রযোজ্য নয়।

আমলের ধরনের ভিত্তিতে শর্তসমূহ হবে নিম্নরূপ–

ক. সাধারণ শর্ত

প্রথম চারটি শর্ত সকল ধরনের আমলের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ প্রথম ৪টি শর্ত হলো সাধারণ শর্ত। শর্ত ৪টি হলো–

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি সামনে রাখা।
২. আল্লাহ নির্ধারিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালনের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা।
৩. আমলটির আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা।
৪. আল্লাহ ও রসূল স.-এর জানিয়ে বা দেখিয়ে দেওয়া নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুযায়ী আমলের অনুষ্ঠানটি করা।

খ. আনুষ্ঠানিক আমলের জন্য শর্ত ৬টি। যথা–

১-৪. সাধারণ শর্ত।
৫. অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা।
৬. অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

গ. আনুষ্ঠানিক আমলে থাকা ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের জন্য শর্ত ৮টি। যথা–

১-৪. সাধারণ শর্ত।
৫. মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া।
৬. গুরুত্ব অনুযায়ী বিষয়গুলো পালন করা।
৭. আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলোর অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেওয়া।
৮. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমলের ব্যাপারে, আমল কবুলের সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ যেভাবে প্রয়োগ হবে

চলুন এখন দেখা যাক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমলের ব্যাপারে আমল কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট শর্তগুলো কীভাবে প্রয়োগ হবে–

ক. মানুষের জীবন পরিচালনা

মানুষের জীবন পরিচালনা একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড এবং এর মধ্যে অনেক আনুষ্ঠানিক আমলও আছে। তাই মু'মিনের জীবন পরিচালনারূপ ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি আল্লাহর কাছে কবুল হতে হলে নিম্নের ৮টি শর্ত পূরণ করতে হবে–

১. জীবন পরিচালনা করার সময় তথা জীবনের প্রতিটি আমল (কাজ) করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে।

২. মানবজীবন সৃষ্টির পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যটি জানতে হবে এবং জীবন পরিচালনা সে উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে ভূমিকা রাখছে কি না তা সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার মানবজীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে– কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। (বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য** নামক বইটিতে।)

৩. জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়গুলো বাদে অন্য সকল বিষয় হচ্ছে জীবন সৃষ্টির পাথেয়। তাই পাথেয় বিভাগের বিষয়গুলো এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার ব্যাপারে কোনো না কোনোভাবে ভূমিকা রাখে।

৪. জীবনের প্রতিটি আমলের অনুষ্ঠান করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল স.-এর জানিয়ে বা দেখিয়ে দেওয়া নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে।

৫. জীবনের আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

৬. জীবনের আনুষ্ঠানিক আমলগুলো থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

৭. জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং মহান আল্লাহ ও রসূল স.-এর জানিয়ে দেওয়া, মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও পালন করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।

৮. জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করতে হবে।

খ. রসূল স.-এর যথাযথ অনুসরণ

রসূল স.-এর অনুসরণও একটি ব্যাপক আমল এবং এর মধ্যে অনেক আনুষ্ঠানিক আমলও আছে। তাই মু'মিনের রসূল স.-এর অনুসরণরূপের ব্যাপক আমলটি আল্লাহর কাছে কবুল হতে হলে নিম্নের ৮টি শর্ত পূরণ করতে হবে–

১. রসূল স.-কে অনুসরণ করা তথা সুন্নাহ পালন করার সময়, আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে।

২. রসূল স.-কে প্রেরণের পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যটি জানতে হবে এবং রসূল স.-কে অনুসরণ তথা সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে। রসূল মুহাম্মাদ স.-কে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল বা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন মানব জীবনের সকল অঙ্গনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সহজেই বোঝা যায়– এটি সম্ভব হবে শুধু তখনই যখন ইসলাম সমাজে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তথা শাসন ক্ষমতায় থাকবে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি'** (গবেষণা সিরিজ-২) নামক বইটিতে।

৩. রসূল স. তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটি সাধনের সহায়ক হিসেবে অন্য যত আমল করেছেন তা হচ্ছে তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটি সাধনের পাথেয় (সহায়ক বিষয়)। তাই রসূল স.-এর ঐ সুন্নাহগুলোকে এমনভাবে পালন করতে হবে তা যেন দ্বীনকে বিজয়ী করার ব্যাপারে কোনো না কোনোভাবে ভূমিকা রাখে।

৪. রসূল স.-এর সকল সুন্নাহর অনুষ্ঠানটি করতে হবে তিনি যে নিয়ম-কানুন অনুযায়ী তা করেছেন সেগুলো অনুসরণ করে।

৫. রসূল স.-এর করা আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিতে হবে।
৬. রসূল স.-এর করা আনুষ্ঠানিক আমল পালন করে তা থেকে নেওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।
৭. রসূল স.-এর মৌলিক সুন্নাহগুলোর সবগুলো পালন করতে হবে।
৮. সুন্নাহগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করতে হবে।

গ. কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াত কোনো ব্যাপক বা আনুষ্ঠানিক আমল নয়। তাই মু'মিনের কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর কাছে কবুল হতে (কুরআন তিলাওয়াত করে সওয়াব পেতে হলে) নিম্নের ৪টি শর্ত পূরণ করতে হবে–

১. কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সব সময় সামনে রাখতে হবে।
২. কুরআন তিলাওয়াতের প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। তাই কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য দুটি সাধিত হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে।
৩. কুরআন তিলাওয়াতের পাথেয় হচ্ছে পড়া বা তিলাওয়াত করা। তাই কুরআন তিলাওয়াত আমলটি এমন হতে হবে যেন তার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জিত হয়। অর্থাৎ কুরআন অর্থ বুঝে পড়তে হবে।
৪. কুরআন তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান করতে হবে রসূল স. যে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে অনুষ্ঠানটি করেছেন সে নিয়ম অনুসরণ করে। অর্থাৎ তাজবীদের নিয়ম অনুসরণ করে এবং ভাব প্রকাশ করে। আর এ দুটির মধ্যে ভাব প্রকাশকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

ঘ. সালাত

সালাত একটি আনুষ্ঠানিক আমল। তবে এটি কোনো ব্যাপক কর্মকাণ্ড নয়। তাই মু'মিনের সালাত কবুল হতে হলে নিম্নের ৬টি শর্ত পূরণ করতে হবে–

১. সালাত পড়তে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে।
২. সালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো অশ্লীল ও নিষিদ্ধ তা দূর করা। তাই সালাত পড়ার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে।

৩. অনুষ্ঠান হচ্ছে সালাতের পাথেয়। তাই অনুষ্ঠানটি এমনভাবে পালন করতে হবে যেন তা সালাতের উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোনো না কোনোভাবে ভূমিকা রাখে।
৪. সালাতের অনুষ্ঠানটি করতে হবে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া ও রসূল স. এর দেখিয়ে দেওয়া আরকান-আহকাম (নিয়ম-কানুন) অনুসরণ করে।
৫. সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।
৬. সালাতের অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

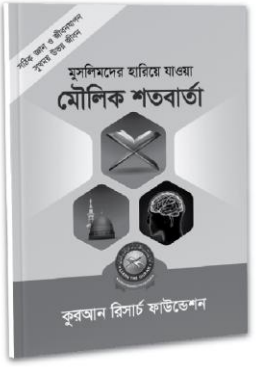

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

শেষ কথা

পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যগুলো সামনে থাকলে মু'মিনের আমল কবুল হওয়ার শর্ত কী কী হবে তা বোঝা কঠিন কোনো বিষয় নয়। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের আমল পালন করার ধরন দেখলে অতি সহজে বোঝা যায়– পুস্তিকায় উল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করে আমল করছেন এমন মুসলিমের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। তাই বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমের কৃত আমল আল্লাহর কাছে কবুল হচ্ছে কি না এটি এক বিরাট প্রশ্ন। এটি কি মহা চিন্তার বিষয় নয়?

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! আসুন, আমরা সবাই মিলে মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের প্রত্যেককে, জীবনের সকল আমল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense সমর্থিত শর্তগুলো পূরণ করে পালন করার তৌফিক দান করেন। কারণ, এটি না হলে কৃত কোনো আমল থেকে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণ পাবো না। বর্তমান মুসলিম জাতি এ কল্যাণ পাচ্ছে না।

সবশেষে সকলের কাছে অনুরোধ– যদি এ পুস্তকে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়ে তবে তা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য দিয়ে আমাকে জানাবেন। এটি একজন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্বও বটে। সে তথ্য সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট